তাওহীদের জ্বালানি

যে কোন আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য একটা মূল্য দিতেই হয়, বিশাল ত্যাগ ও বিসর্জনের মাধ্যমে তা অর্জিত হয়। আমরা যে মহৎ আদর্শে বিশ্বাস করি, যার জন্য জীবন উৎসর্গ করি, তা যত উচ্চই হোক না কেন, তবুও তার পতাকা কখনও উড়বে না, তার ভিত্তি কখনও উঁচু হয়ে দাঁড়াবে না—যদি না তার পিছনে থাকে এমন ত্যাগের ইন্ধন যা তাকে জ্বালিয়ে রাখে, এমন সংগ্রাম ও কুরবানি, যা আদর্শের সত্যতা প্রমাণ করে এবং তার ধারক-বাহকদের কথা ও কাজের মিল দেখিয়ে দেয়। তাওহীদ হলো আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় মিশন, এর চেয়ে দামী ও গুরুত্বপূর্ণ কোন মিশন নেই। এটি এমন কোন বাক্য নয় যা কেবল মুখে উচ্চারিত হয়। বরং এটি এক হাকীকত, যার রয়েছে অনেক দাবী ও কর্তব্য; এমন এক আমানত ও দায়িত্বভার যা বহনের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক ত্যাগ ও সবর-সাধনা।

আল্লাহর যমিনে আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য যে খিলাফাহর প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন তার শর্ত বা জ্বালানী হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, এ পথের যাবতীয় কষ্ট ও যন্ত্রণার উপর সবর করা, এবং অকাতরে জীবন বিলিয়ে দেওয়া। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন: {وَقَاتِلُوهُمْ – তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো}, তিনি বলেননি: তাদের সঙ্গে সহাবস্থান করো, শান্তিচুক্তি করো কিংবা ক্ষমতার ভাগাভাগি করো। কারণ রক্ত বন্ধ হয় না রক্ত ছাড়া, লোহার জবাব দেওয়া যায় না লোহা ছাড়া। আর বিজয় ও তামকীনের গৌরব কোন সহজলভ্য গনিমাহ নয়, যা কোন বিনিময় ছাড়া এমনিতেই চলে আসবে। সুতরাং, জিহাদ ছেড়ে বসে থাকা, শুয়ে-বসে দিন কাটানো, বাতিলের কাছে আত্মসমর্পণ করা এবং ভীরু মানসিকতার চিন্তা-চেতনা কোনদিন হক্ব প্রতিষ্ঠার পন্থা হতে পারে না, এভাবে কখনো দ্বীন-ঈমানের বিজয় আসেনি, আসবেও না। বরং যুদ্ধ-ই দ্বীন প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ, এছাড়া ভিন্ন কোন পথ নেই। এ কারণেই আল্লাহ বলেন:

"قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله"

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক; যতক্ষণ না ফিতনা দূর হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।" আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন: "অর্থাৎ যেন আর শিরক আর না থাকে এবং তাওহীদ একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়।" [ইবনু কাসীর], রাসূলের (ﷺ) সাহাবিরা ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র গঠন করেছিলেন এই যুদ্ধের মাধ্যমেই, ভিন্ন কোন উপায়ে নয়। তারা সেই রাষ্ট্র দাঁড় করিয়েছিলেন নিজেদের হাড়গোড় দিয়ে, তার শেকড়ে সেচ দিয়েছিলেন নিজেদের রক্ত ঢেলে দিয়ে। ফলে তাদের সেই ত্যাগের স্মৃতি আজও হেদায়েতের দীপ্ত বাতিঘর হিসেবে রয়ে গেছে, যা পরবর্তী প্রজন্মদের ঘুটঘুটে অন্ধকার পথে আলো বিকিরণ করে।

আর যে ব্যক্তি তাওহিদের পথ ছাড়া অন্য কোনো পথ বেছে নেয় এবং জিহাদের পথ ব্যতীত অন্য কোনো উপায়ে দুর্বলদের সাহায্য ও জালিমদের মোকাবেলা করার দাবি করে, সে তো পথভ্রষ্ট। সে সঠিক রাস্তা থেকে সরে গেছে বহুদূরে এবং শয়তান তার কুকর্মকে তার চোখে সুশোভিত করে দিয়েছে—ফলে সে মনে করছে সে খুব ভালো কাজই করছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

{وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا}،

"তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নরনারী ও শিশুদের (উদ্ধারের) জন্য যুদ্ধ করবে না? যারা বলছে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! অত্যাচারী অধিবাসীদের এই নগর হতে আমাদেরকে বাহির করে অন্যত্র নিয়ে যাও এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক কর এবং তোমার নিকট হতে কাউকে আমাদের সহায় নিযুক্ত কর।" কারণ, আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করার একটিমাত্র পথ নির্ধারণ করেছেন, আর তা হলো— যুদ্ধ। সুতরাং মুসলিম উম্মাহর উপর থেকে জুলুম-নির্যাতন দূর করার জন্য মানুষ দুনিয়ার সকল পন্থা অনুসরণ করলেও জিহাদ ছাড়া কার্যকর কোন পন্থা তারা খুঁজে পাবে না। তবে শর্ত এই যে, এই জিহাদ হতে হবে আল্লাহর পথে এবং নববী মানহাজ অনুসারে। এছাড়া কোন তাগুতের পথে জাহেলী যুদ্ধ হলে তার ফলাফল হবে ঐ লোকের মতো, যার দুর্গন্ধে আজ দিগন্ত ভারি হয়ে আসছে।

এজন্য পূর্বসূরি মু'মিনদের ন্যায় আজকের ঈমানদাররাও শরিয়াহ শাসনের সেই কঠিন রক্তাঝরা মূল্য প্রদান করেছে অকুণ্ঠ চিত্তে, হাসিমুখে। কষ্টকে তারা কষ্ট মনে করেনি, বরং কষ্টের মাঝেই তারা খুঁজে পেয়েছে তৃপ্তি ও প্রশান্তি। এটা আংশিক বা অর্ধেক শরিয়াহর মূল্য নয়, বরং পরিপূর্ণ শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার মূল্য। এটাই হল নববী মানহাজের মূল্য- যার বিপরীতে রয়েছে জাহিলিয়াত, জাতীয়তাবাদ ও বস্তাপচা সকল চিন্তাচেতনা।

আর এটাই আল্লাহর পক্ষ থেকে দাওলাতুল ইসলামের প্রতি এক বিশেষ অনুগ্রহ ও তাওফিক যে, তিনি তাদের এই সঠিক পথে পরিচালিত করেছেন এবং সাহায্য করেছেন। তারা কখনো জিহাদের পথ ছাড়া ভিন্ন কোন পথ অবলম্বন করেনি। আল্লাহর দীন ও মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা ও সম্মান রক্ষার জন্য তারা যে পথে যাত্রা শুরু করেছিলো, এখনো সে পথেই অটল-অবিচল রয়েছে। আজ যখন ইসলাম ও তার অনুসারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ আরও তীব্র হয়ে উঠেছে, তখন মানুষ স্পষ্টভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কে হকের পক্ষে আর কে বাতিলের ছায়ায়—তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। তাদের পথভ্রষ্ট চিন্তা ও বিকৃত মানহাজগুলো ধরা পড়ে গেছে বাস্তবতার কঠিন পরিশীলনে।

দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদগণ এই পথের ত্যাগ-তিতিক্ষা, কষ্ট-ক্লেশ ও দায়িত্বসমূহ হাসিমুখে গ্রহণ করেছেন, নিজেরাই স্বেচ্ছায় এই পথের মূল্য পরিশোধ করেছেন— তারা হিজরত করেছেন, ক্ষত-বিক্ষত হয়েছেন, আহত হয়েছেন, নিহত হয়েছেন, বন্দি হয়েছেন, প্রিয়জন হারিয়েছেন, এবং বন্ধুবান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। তারা বেছে নিয়েছেন নির্জন উপত্যকা ও পাহাড়ের জীবনযাপন; শুয়েছেন খোলা মাঠে, খোলা আকাশের নিচে, মরুভূমির উত্তপ্ত বালিতে। এভাবে সবধরনের কষ্ট, প্রতিকূলতা ও পরীক্ষার বাস্তবরূপ তারা দেখেছেন। এবং এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর সম্মানিত সাহাবাগণের পথ—যাঁরা দ্বীন প্রতিষ্ঠার পথে ভয়াবহ বিপদের মুখোমুখি হয়েছিলেন, কঠিনতম যন্ত্রণায় কাতর হয়েছিলেন, কিন্তু পিছু হটেননি কখনো। এটাই আল্লাহর সুন্নাহ। যারা তাঁর আমানত বহন করবে, যারা তাঁর দ্বীন ও শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবে, তাদের এসব পরীক্ষার মুখোমুখি হতেই হবে। তাদেরকে সান্ত্বনা দেয় মহান আল্লাহর বাণী:

{أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين}

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা বেহেশ্তে প্রবেশ করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে এবং কে ধৈর্যশীল তা না জানছেন!" ইবনু কাসির রহিমাহুল্লাহ বলেন: 'অর্থাৎ, তোমরা কি ভাবো জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ এখনো যুদ্ধ ও কষ্ট দিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করা হয়নি? জান্নাতে প্রবেশ তখনই হবে, যখন আল্লাহ তোমাদের মধ্যে প্রকৃত মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদের চিনে নেবেন।'

আজ দাওলাতুল ইসলামের সৈনিকগণ -আল্লাহ তাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন- যে মহাযুদ্ধ রচনা করে যাচ্ছেন, এবং যে ভয়ংকর সব অভিযান পরিচালনা করছেন—এই অসম যুদ্ধপরিস্থিতির মধ্যে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন ফ্রন্টে, বিভিন্ন উলায়াতে ক্রুসেইডার ও তাদের মিত্র মুরতাদদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রবাহিত এই রক্ত, ছিন্নভিন্ন এই দেহ, এবং শুহাদাহর এই লাশের সারি প্রমাণ করে ও সাক্ষ্য দেয় যে, তাওহীদের জ্বালানির মূল্য অত্যন্ত চড়া, এবং এটি বড় কষ্টের কন্টকাকীর্ণ পথ। তবে এই পথই একমাত্র পথ, এর কোনো বিকল্প নেই। আল্লাহর আনুগত্য স্বীকার করে এই কঠিন পথে যাত্রা করা, এর যন্ত্রণা সহ্য করা সত্যবাদিতার নিদর্শন। এজন্য যারা এ পথে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়, তাদের জন্য সুসংবাদ আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন:

{وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ}

"আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তিনি কখনোই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের সঠিক পথে পরিচালিত করবেন, তাদের অবস্থা সংশোধন করবেন, এবং তাদের জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যা তিনি তাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।"

নিশ্চয়ই আল্লাহর যমিনে আল্লাহর শরিয়াহ প্রতিষ্ঠা করা এবং এটাকে তাত্ত্বিক আলোচনার সীমাবদ্ধতা থেকে বের করে বাস্তব প্রয়োগ ঘটানোর জন্য আপনাদের অনেক বেশি ত্যাগ ও কুরবানির মূল্য পরিশোধ করতে হবে, হে মুজাহিদগণ! এটাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম, এবং তাঁর প্রজ্ঞাপূর্ণ হিকমাহ। এটাই তাঁর সুন্নাহ, যা পূর্ববর্তী কারো ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হয়নি, এমনকি নবী ও রাসূলদের ক্ষেত্রেও না। {مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا} "তাদেরকে স্পর্শ করেছিলো দুঃখ ও দুর্দশা, এবং তারা হয়েছিলো প্রকম্পিত।" অথচ আল্লাহ চাইলে যুদ্ধ ছাড়াই তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করতে পারতেন, শত্রুদের ধ্বংস করে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। বরং তিনি তাঁর বান্দাদেরকে পরীক্ষা করতে জিহাদ ফরজ করেছেন–তাদের ঈমান যাচাইয়ের জন্য, তাদের ধৈর্য মাপার জন্য, তাদের সারিগুলো পরিশুদ্ধ করার জন্য, এবং তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন:

{ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ}

"এটাই বাস্তবতা। আল্লাহ চাইলে তো তিনি নিজেই তাদেরকে পরাজিত করতে পারতেন, কিন্তু তিনি তোমাদের একে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান।"

আল্লাহর শরিয়াহ কায়েমের পথে মুজাহিদ যে মূল্যই দিক না কেন, তার জন্য রয়েছে দুটি প্রতিদানের যে কোন একটি, এর বাইরে তৃতীয় কিছু নেই। প্রথম প্রতিদান হলো, বিজয় ও সাফল্য, যাকে আল্লাহ জীবিত রাখেন সে এ বিজয়ের সাক্ষী হন। আর এই বিজয় আল্লাহর চিরসত্য প্রতিশ্রুতি, যা দুনিয়াতে বাস্তবায়িত হবেই। আর দ্বিতীয় প্রতিদান হলো, শাহাদাতের মহান মর্যাদা লাভ। যে ব্যক্তি এই পথে ঈমানসহ, ধৈর্য নিয়ে, আল্লাহর জন্য সব কষ্ট স্বীকার করে শহীদ হয় এবং পিছপা হয় না—তার জন্য রয়েছে পরম সম্মানের এই শাহাদাহ। উভয়টি মুজাহিদের জন্য বিজয়, সম্মান ও মুক্তির নিশ্চয়তা। আর সমস্ত প্রশংসা রাব্বুল 'আলামিনের জন্যই।